খেলাফৎ আন্দোলন পদ্ধতি।

ফুরফুরা নিবাসী হজরত মাওলানা শাহসুফী
হাজি মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী পির
সাহেবের ও জোনাবের খলিফা
বরিশালের শর্ষিণা নিবাসী
মাওলানা শাহ সুফী হাজি
নেছারউদ্দীন আহাম্মদ
সাহেবের
মন্তব্য।

প্রকাশক—
মৌলবী এয়াছিন উদ্দীন
শর্ষিণা সিদ্দিকীয়া ফণ্ডের
ক্যাশিয়ার।

হিজরী ১৩৩৯।৪০, বাং ১৩২৮ সন।

মূল্য /০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বরিশালের কাজি গোলাম রছুল নামক এক ব্যক্তি নিজ নামও নাকি পরিবর্ত্তন করিয়া একখানা খেলাফৎ নামা ছাপিয়াছে, তন্মধ্যে বেদ ও কোরাণ এক বলিয়া প্রমাণ দিয়া ফুরফুরার হজরত মাওলানা, আবুবকর সিদ্দিকী দাদা পির সাহেবের ও হজরত মাওলানা আবদুল রক জৈনপুরী পির সাহেবের ও অন্যান্য কয়েকজন আলেমের নাম স্বাক্ষরকারী লিখিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে ফুরফুরার হজরত পির সাহেব নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি বেদ ও কোরাণ এক জানে সে কাফের, আমি উহাতে দস্তখত করি নাই, উহারা আমার নাম জাল করিয়াছে; ইহার প্রতিকার করা চাই।" সেমতে, ধর্ম্মপ্রিয় মুসলমানগণ ইহার প্রতিকার করিতে যত্নবান থাকিবেন কি?

এতদ্ব্যতীত বরিশালের কেহ কেহ বলেন আদম (আঃ) মের ছহিফা ও বেদ এক এবং মন্থু ও নুহ এক, কতেক বড় ২ নবা বিদ্বান মহাত্মাজী, শ্রীকৃষ্ণ, বৌদ্ধ, মনু, ইত্যাদিকে পয়গম্বর বলিতে প্রায়শঃ পাইতেছেন ও কেহ খেলাফৎ বক্তৃতা বহিতে লিখিয়াছেন কেহ কেহ সমাজে বক্তৃতা দিতেছেন। হায়! ইহা কি খেলাফৎ আন্দোলন? আশা করি, ধর্ম্মপ্রিয় মুসলমান সকলে ইহার প্রতিকার অনতিবিলম্বে করিবেন।

নিবেদক,

মুন্সী এমদাদ্ আলী

সাং ভাণ্ডারিয়া।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত কেতাব সমূহ উল্লিখিত পির সাহেবদের যত্নে লিখিয়াছি, আশা করি সকলে ক্রয় করিয়া সুখী করিবেন।

কেতাবের লিষ্ট।

১।	তরিকোল ইসলাম ১ম খণ্ড	।৵০
২।	তরিকোল ইসলাম ২।৩য় খণ্ড	।৶০
৩।	তরিকোল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড	।৴০
৪।	তরিকোল ইসলাম ৫ম খণ্ড	।৴০
৫।	নছবনামা ও সেজরা	।০
৬।	গঞ্জেহক	।০
৭।	সমাজ উন্নতি	।০
৮।	মোসলেম রত্নহার	৵০
৯।	জুমার দ্বিধা ভঞ্জন	৵০
১০।	মিলন-যুগ নীতি-রহস্য	।০
১১।	হুকা বিনাশ	৴৫
১২।	বালক নূর বা বালা শিক্ষা	৴১৫
১৩।	মোসলেম মালা	৲৫
১৪।	নূরল হেদায়ত বা বেদাত ফকিরের ধোকা ভঞ্জন	

কেতাব পাইবার ঠিকানা—

মুন্‌শী এমদাদ আলী
শর্ষিণা মাদ্রাসা
পোঃ স্বরূপকাঠী,
জিলা—বরিশাল।

খেলাফৎ আন্দোলন পদ্ধতি।

ফুরফুরা নিবাসী হজরত মাওলানা শাহস্থফী
হাজি মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী পির
সাহেবের ও জোনাবের খলিফা
বরিশালের শর্ষিণা নিবাসী
মাওলানা শাহ সুফী হাজি
নেছারউদ্দীন আহাম্মদ
সাহেবের
মন্তব্য।

প্রকাশক—
মৌলবী এয়াছিন উদ্দীন
শর্ষিণা সিদ্দিকীয়া ফণ্ডের
ক্যাশিয়ার।

হিজরী ১৩৩৯।৪০, বাং ১৩২৮ সন।

মূল্য /০ আনা।

বরিশাল করুণা প্রেসে—
শ্রীবেণীমাধব দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

খেলাফৎ আন্দোলন পদ্ধতি।

বর্ত্তমান সময় খেলাফৎ আন্দোলন সম্বন্ধে বাজে নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে কতক গুণাহের কার্য্যে পড়িতেছে, কতকে নানাপ্রকার অশান্তি জন্মাইয়া প্রকারন্তরে বিপদগ্রস্থ হইতেছে, কতকে যথা নিয়মে কাজ করিতেছেন, কেহ কেহ দেশী ভাইর সহিত মিলিতে গিয়া বেদ ও কোরাণ এক বলিয়া প্রকাশ করিতেছে ও বাজে নানাপ্রকার মিথ্যা রটনা করিয়া সাধারণকে বিপদে ফেলিতেছে, ইহার প্রতিকার মানসে ও খেলাফৎ কার্য্য সুপ্রচারের আশায় ফুরফুরার হজরত মাওলানা আবুবকরসিদ্দিকী পির সাহেবের ও বরিশালের শর্ষিণা নিবাসী মাওলানা নেছারউদ্দীন আহাম্মদ পির সাহেবের মত প্রকাশ করা হইল, আশা করি এইরূপ শান্তভাবে নির্ব্বিঘ্নে খেলাফৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফরজ ও ওয়াজেব, রক্ষা করতঃ আল্লা ও রসূল (দঃ) কে সন্তোষ করিয়া ইসলাম সমাজের উন্নতি সাধন করিব।

খেলাফৎ আন্দোলন বিবরণ।

প্রঃ—হুজুর! খেলাফৎ আন্দোলন কিরূপ করিতে হইবে?

উঃ। খেলাফৎ আন্দোলন করিতে হইলে নিম্ন লিখিত কতক বিষয় জানা আবশ্যক।

(১) আল্লাতালা পাক কোরাণ মস্‌জিদের সূরে নেছার ৭ম রুকুতে ফরমাইয়াছেন—তাহার মর্ম্মে, খলিফার হুকুম মান্য করা ফরজ ও ওয়াজেব।

(২) সূরে আল এমরাণের দশম রুকুর শেষ ভাগের মর্ম্মে আছে আল্লা বলিয়াছেন, "আমার আদেশ সমূহ (কোরাণ শরিফ) প্রকাশের জন্য একদল মানব গঠিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণকে আমার আদেশ জানাও ও নেকের দিকে ডাক এবং খারাপ কাজ করিতে নিষেধ কর।"

(৩) ঐ দশম রুকুতে আছে আল্লাতালা বলিয়াছেন, "হে মানব সকল আমার আদেশ (কোরাণ শরিফ) মজবুত করিয়া ধর অর্থাৎ পালন কর।"

উক্ত তিন আয়াতের মর্ম্মে জানা যায়, খলিফা ও খলিফার প্রতিনিধি অর্থাৎ আলেম সমূহ দীন ও দুনিয়ার (ইহকাল ও পরকালের) কাজ, সকলে কোরাণ হাদিছ ও ফেকার মতাবেক করিবেন ও সকলকে জানাইবেন, ইহাই ফরজ ও খেলাফৎ আন্দোলনের মূল বাক্য।

উক্ত আয়াত ত্রয়ের অবলম্বণে হাদিছ ও ফেকা মতে মুসলমান মাত্রেই রোজা, নামাজ, জুমা, ইদ, কোরবানি, পর্দ্দা, হজ্জ, জাকাত, দান, খয়রাত ইত্যাদি ও জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করা এবং সেরেক, বেদাত, গান, বাজানাদি, অপব্যয় মিথ্যা প্রচার, সুদ, ও ঘুষ ইত্যাদি ত্যাগ কর। মোট কথা—নেক আমল কর, পাপ কার্য্য হইতে দূরে থাকাই খেলাফৎ উদ্ধারের প্রকৃত পথ।

১। আল্লাতালা কোরাণ মুস্‌জিদের——রুকুতে বলিয়াছেন, "তোমরা হালাল উপার্জ্জন করতঃ ভক্ষণ কর ও নেক আমল কর।"

২। সূরে বকরার ১৭ রুকুতে আল্লা বলিয়াছেন, "ব্যবসা বাণিজ্য কর সুদকে ত্যাগ কর।"

৩। সূরা জমলের ৫ম রুকুতে আছে "নামাজ আদায় করতঃ জমিতে ভ্রমণ কর।"

৪। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, জীবিকা নির্ব্বাহের

জন্য হালাল পেশা করা আম্বিয়াদিগের সুন্নত।

উক্ত আয়াত ও হাদিছের মর্ম্মে—যাবতীয় হারাম উপায় ত্যাগ করিয়া হালাল উপায় অবলম্বণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

উক্ত আদেশ যাবতীয় মানবকে শিক্ষা দিবার মানসে হজরত আদম (আঃ) হাল চাষ, বীজবপন শিল্পকার্য্য, সূতাকাটা, বস্ত্র বয়ন, দরজীগিরী, গৃহ নির্ম্মাণ, ইত্যাদি কার্য্য করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেমতে সূতা কাটা, বস্ত্র, বয়ন দরজীগিরী ইত্যাদি কার্য্য করা সুন্নত।

হজরত রসূল করিম (দঃ) বাণিজ্য, মজুরী, ধর্ম্মপ্রচার বিচার কার্য্য, সৈনিকের কার্য্য, তওজ্জা তালিম,, রোগীর চিকিৎসা বিধান ও পরিচার্য্য, এতিম দুঃখিকে সাহায্য নিজ ঘর দ্বার নির্ম্মাণ নিজ পাড়াপরশীকে সাহায্য দান করিয়া গিয়াছেন, কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করেন নাই। অতএব আমাদের মূসলমান মাত্রেরই উক্ত কার্য্য সমূহের উন্নতি কল্পে যথাশক্তি যত্নবান হওয়া ওয়াজেব ও সুন্নত, ইহাও খেলাফৎ কার্য্যের এক পথ।

ইহা ব্যতীত কোরাণ হাদিছ ও ফেকামতে কতক গুলি কাজ শান্তভাবে করিতে হইবে।

১। একতাবদ্ধ থাকিবে, বিবাদ বিসম্বাদ (মামলা মোকদ্দমা) করিবেনা। যদি নিজেদের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে, তবে একে অন্যেকে যথা শক্তি ক্ষমা করিবে, না পারিলে নিজেদের নেতা কর্ত্তৃক শালিসী করাইয়া মীমাংসা করিয়া লইবে।

২। নিজ মনিব (রাজা) কে মান্য করিবে যদি তোমার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করে।

৩। নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আবশ্যকমতে অকাতরে ধন প্রাণ দান কর।

৪। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপকারীর সহিত সহযোগীতা বর্জ্জন কর, যে তোমার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করে, তাহাকে তুমি সাহায্য কর, কাছেক মুসলমান, হিন্দু, নাছারা, ইহুদী যে হউক না কেন।

৫। শরিয়তের আদেশ লঙ্ঘণকারীর কথা ও মতের অনুসরণ করিবেনা। ইসলামের মছলা মতাবেক হইলে বিশ্বাস করিবে।

৬। এলেম অর্থাৎ বিদ্যা শিক্ষা করিবে ও পুত্র কন্যা দিগকে শিক্ষা করাইবে, দেশে যাহাতে ধর্ম্ম বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ হয় তাহার বিধান করিবে।

৭। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, পোষাক

পরিচ্ছদ চাল চলন আমার ন্যায় করিবে। অন্যের অনুকরণ করিবেনা, (উলঙ্গ শিরে থাকা, কোট প্যান্টোলুন, পাতলা কাপড় পরিধান করা, লম্বা মোচ রাখা, দাঁড়ি মুড়ান) ইত্যাদি যাহাদের অনুকরণ করিবে বিচার কালে (হাসরে) তাহাদের সঙ্গে উঠিবে।

৮। গান, বাজনা করিবেনা ও শুনিবে না।

৯। কোন প্রকার খেলা খেলিবেনা, তাস, পাশা, দাবা, জুয়া ইত্যাদি।

১০। কোন প্রকার হারামী করিবেনা, বেশ্যালয় গমন ও অন্যবিধ।

১১। মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিবে, (মদ গাজা ভাঙ্গ হুক্কা সিগারেট) ইত্যাদি।

১২। কোন প্রকার বিলাসিতা করিবেনা, অলসতা ত্যাগ করিয়া যথা নিয়মে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে।

১৩। আল্লাতালা সূরে রাদের মধ্যে বলিয়াছেন, "আমি কাহাকেও পরিবর্ত্তন করিনা, যে পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া না লয়," এই আয়াত দৃষ্টে দেখা যায়, সমাজের বহুলোক ইসলামের বিরোধীয় আহার ও পোষাক চাল চলন অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতেই আমাদের এত পরিবর্ত্তন। অতএব সকলে

তওবা করিয়া শরিয়ত মতাবেক চলিয়া, পরম করুণাময় আল্লাতালার নিকট দোয়া চাহিব, আল্লাতালা আমাদিগকে অনতি বিলম্বে নানাপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যত দিন পর্য্যন্ত ইসলামের রীতি নীতির কার্য্য সমূহ পরিবর্ত্তন না করিবে ততদিন মধ্যে আল্লাতালা ইসলামকে সর্ব্ববিধ উন্নতি দানে নিরাপদে রাখিবেন।

অতএব ইসলাম প্রচারক সমূহ যেন নিজ আমলকে দুরস্ত রাখিয়া, কোরাণ হাদিছ মতাবেক ধর্ম্ম প্রচার করেন ও চলেন, তবেই আল্লা, উন্নতি দান করিবেন।

প্রঃ—হুজুর! সূতা কাটা ও কাপড় বয়নে কিরূপে খেলাফৎ আন্দোলনের কার্য্য হইবে?

উঃ—বৎস! সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়নে পার্থিব উপকার সাধিত হইবে ও পরকালের নেক হইবে কাজেই ইহার বরকতে আল্লা ইসলামের কতক উন্নতি দান করিবেন।

দেখ, হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যদি কেহ খোদার বন্দগী ঠিক রাখিয়া সূতা কাটে ও কাপড় বুনে, খোদাতালা তাহার আমলনামায় প্রত্যেক সূতার পরিবর্ত্তে

বেহেস্তের মধ্যে এক এক মর্ত্তবা বেশী দিবেন ও শীস্ (আঃ) কাপড় বয়ন করিয়া যেরূপ সওয়াব পাইয়াছেন ঐরূপ সওয়াব কাপড় বয়ন করনেওয়ালার আমলনামায় লিখা যাইবে। আর যদি এক গাছা সূতা অনিষ্ট করে, সেই সূতা স্বর্প হইয়া দোজখে নিয়া যাইবে।

হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন—কাপড় বিক্রী করিতে কাহাকেও ঠকাইলে বিক্রেতাকে আল্লা দোজখে ফেলিবে। আর যদি ঠিক ঠিক মত আমল ও বন্দিগী ঠিক রাখিয়া বিক্রী করে, উহার আমলনামায় ছালেহ (পয়গম্বর) আমলনামার ন্যায় নেক লিখা যাইবে।

হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যদি কেহ বন্দিগী ও আমল ঠিক রাখিয়া বাণিজ্য ব্যবসা করে, তবে সে যখন ব্যবসায় রওয়ানা করিবে তাহার আমলনামায় হজ্জ ও উমরার নেক লিখা যাইবে।

প্রঃ—হুজুর! বর্ত্তমান সমস্যায় আমাদের মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির সহিত মিলন সমন্ধে বাজে লোকে নানামত প্রকাশ করে, সেমতে জানিতে বাসনা শরিয়তমতে হিন্দুর সহিত মিলন দুরস্ত আছে কিনা?

উঃ—বৎস! মেস্কাত শরিফের মোজেজায়া অধ্যায়ের হাদিছের মতে ইসলামী কাজের সাহায্যের নিমিত্ত

আবশ্যকমতে বিভিন্ন জাতির সহিত মিলন দুরস্ত আছে কিন্তু খাদেমী কেতাবের ৪র্থ খণ্ডে ১৯৭ পৃষ্ঠায় (মিশরী ছাপা) আছে, হজরত রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তাহার মর্ম্মে এই "মোসরেকের" সহিত একত্রে বস বাস করিও না, করিলে তোমাদের স্বভাব তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইবে।

উক্ত দুই হাদিছের মর্ম্মে জানা যায়, ইসলামী কার্য্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন জাতির সহিত মিলিবে, কিন্তু সাবধান থাকিবে যেন তাহাদের খাতেরে ইসলামের কোন রীতি পরিত্যাগ না করে ও উহাদের কোন রীতির অনুকরণ না করে।

প্রঃ—হুজুর! খেলাফৎ উদ্ধার মানসে কতক মুসলমান হিন্দুদিগের সহিত একত্র হইয়া বন্দেমাতরম উচ্চারণ করণান্তর গান্ধিজীকি ও মোহম্মদ আলীকি জয় ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া থাকে, উহা জায়েজ কিনা?

উঃ—বৎস! বন্দেমাতরম শব্দের অর্থ অবিধানমতে বন্দে (বন্দনা করা) মাতরম্ (মাতাকে) এই কথা বলা সেরেকী ও কাফেরী, কারণ আল্লাতালা কোরাণ মস্জিদের সূরে নেছার ৫ম রুকুতে বলিয়াছেন—আমার বন্দেগী কর, আমার সহিত কাহাকেও শরিক করিওনা,

অর্থাৎ আমি ভিন্ন কাহাকেও উপসনার উপযুক্ত ও মুক্তি দাতা জানিওনা। এতদ্ব্যাতীত সূরে নেছার উক্ত রুকূতে আল্লা পাক বলিয়াছেন—"যে আমার সহিত কাহাকেও শরিক করে, তাহার গুণাহ আমি মাফ করিব না। অত-এব কোন মুসলমান বন্দেমাতরম বলিবেনা। কিন্তু হিন্দুর সহিত মিলন সময় মুসলমান শুধু আল্লাহো আকবর বলিবে।

দ্বিতীয়তঃ হাদিছ ও ফেকার মর্ম্মানুযায়ী ইসলামের জয় ব্যতীত অন্য কাহারও জয় বলা জায়েজ নাই, বলিলে গুণাহগার হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পাক মক্কাশরিফ, কোরাণ শরিফ ও ইসলামের ধর্ম্ম রক্ষার মালিক আল্লা উহা কেহ বিনাশ করিতে পারিবেনা। যদি কেহ বিনাশের পথ আবিস্কার করে সে যেন নিজের বিনাশের পথ আবিস্কার করিল, (যেরূপ আবরাহা বাদশাহ করিয়াছিল।)

প্রঃ— হুজুর! বলিলেন যে জুমা ও ইদের নামাজ পড়িবে, জুমা ও ইদের নামাজ পড়িলে খেলাফতের কার্য্যের কি উপকার হইবে?

উঃ—বৎস! ইসলামি কার্য্যের (ইহকাল ও পরকালের) সু প্রচার ও প্রকাশের জন্যই খলিফার

আবশ্যক, পরম করুণাময় আল্লাতালা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা সমূহের সকলই জানেন তাহা জানিয়াই, আল্লাহ ইসলামের জন্য পবিত্র কোরাণ মজিদে জুমার আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে জুমা পড়িতে আদেশ করিয়াছেন, সেমতে, স্বাধীন, বয়স্ক, সুস্থ, পুরুষ লোকের জুমা পড়া ফরজ ও দুই ইদও ঐ লোকের জন্য কোরাণ হাদিস ফেকামতে ওয়াজেব, অতএব জুমা, ইদ্ পাঠে যে নেক হাছেল হইবে তাহারই বরকতে ইহ পরকালের সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ হইবে।

যাহা হউক নিম্নে জুমা ইদের উপকারিতা কতক প্রকাশ হইল, যথা—(১) জুমা ও ইদের নামাজ দ্বারা ইসলামের ভ্রাতৃভাব ও একতার পথ পরিস্কার হয়, অর্থাৎ ভাই ভাই হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া উচ্চ নীচ সকলই একাশনে বসিতে ও এক নেতার নেতৃত্বে কার্য্য করিতে শিক্ষা পায় ও একতা বদ্ধ হইতে শিখে।

(২) নিজেদের মধ্যে যদি কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে ও (মছলা, মছায়েল জন্য হউক বা পার্থিব বিষয় হউক) দশ জনের হিতোপদেশ ও ব্যবস্থা এবং পরামর্শ দ্বারা তাহা মিমাংসা করিতে পারিবে।

(৩) জুমা ইদ পাঠ কারীকে যদি কোন প্রকার

শত্রুতে কু-পরামর্শ দ্বারা খারাবিতে ফেলিতে পারিবেনা; পারিলেও সপ্তাহান্তর জুমার নামাজের সময়ের হিতোপদেশে মুছল্লির দেল হইতেকুমত দূর হইবে ও নেককাজ করিতে সক্ষম হইবে।

(৪) জুমা, ইদ পড়িলে মামলা মোকদ্দমা কম হইবে নেকের কাজ প্রতিয়োগীতা সহকারে করিতে পারিবে, সমাজের আদর্শ লোকের স্বভাব দেখিয়া নিজ নিজ স্বভাব সংশোধন হইবে।

(৫) এক নেতা অর্থাৎ এমামের ইঙ্গিতে এক সময় দাঁড়াইতে বসিতে উঠিতে, এদিক ওদিক দেখিতে শিক্ষা পাইবে, ইত্যাদি ইহা যে কেন আল্লাতালা, ইসলামের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম সূক্ষ্মজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জানেন, অতএব জুমা ইদের নামাজ পড়া খেলাফৎ উদ্ধারের একটী প্রশস্ত পথ।

নিবেদক,

মৌলবি এয়াছিন উদ্দীন

শর্ষিণা সিদ্দীকিয়া ফণ্ডের

কেশীয়ার।